প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৫৫
প্রকাশক : প্রশান্তকুমার সিংহ
দি বুক এম্‌পোরিঅম লিমিটেড
২২-১, কর্নওআলিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬
মুদ্রাকর : শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
পরিচয় প্রেস
৮বি, দীনবন্ধু লেন।
বাঁধাই : বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১/১, মির্জাপুর স্ট্রীট।

১৩৪৯ থেকে ১৩৫৪-র ভেতর লেখা সমস্ত কবিতাগুলি থেকে বেছে বেছে এ ব'য়ের কবিতাগুলি সঙ্কলিত হ'লো। সব ক'টি লেখাই এর আগে বেরিয়েছিলো এখেনে-ওখেনে। দৃষ্টিভঙ্গীর যেভাবে অদল-বদল হ'য়েছে, সেই অনুযায়ী দু'টী বিভাগে ভাগ ক'রে কবিতাগুলিকে সাজানো হ'য়েছে পর পর। এর থেকে চিন্তাসূত্রের ধারাবাহিকতার ও হের-ফেরের একটা মোটামুটি হিসেব হয়ত মিলবে। নির্বাচনকার্যে ও কবিতাগুলিকে সাজানোর ব্যাপারে যা-কিছু ক'রেছেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, বন্ধুবর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নবেন্দু ঘোষ—তিনজনে মিলে। বন্ধুবর গঙ্গোপাধ্যায় বইটীর ও বিভাগ দু'টীর সুন্দর নামকরণ ক'রে দিয়ে আমাকে আরো বেশী কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।—ভেতরের নাম-রেখাগুলি ক'রে দিয়েছেন কবি-বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এ ছাড়া, আরো যাঁদের কাছে নানাভাবে ঋণী—আমার দুই বিশিষ্ট সুহৃদ চিত্ত চৌধুরী ও সুনীল রায়, 'দ্বন্দ্বে'র বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও 'চলন্তিকা'র মনোজ দত্ত—তাঁদের নামও এ ব'য়ের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে রইলো। প্রকাশককে ধন্যবাদজ্ঞাপন বাহুল্যমাত্র।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের।

নিঃসঙ্গতার

তোমার তারকা জ্বলে
বুঝি না কোথায় !
কোন দিক হ'তে আসে হাওয়া যে তোমার—
খুঁজে পাওয়া দায়।

প্রতি পদে,
পদক্ষেপে,
ব্যস্ত-ত্রস্ত নিমেষের প্রতি ফাঁকে ফাঁকে
তোমার আলোক, হাওয়া কি-নামে যে হাঁকে,
ডাক দিয়ে যায়—
সমস্ত জনতা, দিন, পৃথিবী, জীবন
শুধু দেখি অলক্ষিতে অকূলে হারায়।

কোথায় যে নিয়ে যাও ঃ
কোথায় যে নিতে চাও ঃ
কে জানে, কে জানে !
সব কথা ঝ'রে পড়ে এখানে-ওখানে
আবেগের শুধু এক উত্তুঙ্গ দোলায়।

এক

কাছে এসো, কাছে এসো—হৃদয়ের পাশে বসো—নিস্তব্ধ,
নিথর—
ছোটো ঘরে বন্দী করো অসীম প্রান্তর,
বড় জ্বর—
ক্লান্ত দেহ, ক্লান্ত প্রাণ, ম্রিয়মান অফুরান, রুগ্ন, ম্লান পড়ে আছি
একা বিছানায়।
দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন অশান্ত বিরামহীন
ঝরোঝর, ঝরোঝর অঝোর ধারায়
সে কোন কান্নার তীর্থে চ'লেছে নিঃসঙ্গ, মৌন আকাশ, ভুবন—
পড়ে আছি—বড় শূন্য মন।

বড় শূন্য এ জীবন—
আজিকার এ লগন
শূন্যে-শূন্যে মহাশূন্যে ব্যথা দিয়ে বাঁধে সেতু দূর-দূরান্তর,
এখন নিকটতম মরু, মেরু দক্ষিণ ও উত্তর—
যেখানে যেটুকু শূন্য সব এসে ভিড় করে চোখের পাতায়ঃ
আজ শুধু তুমি এসো—দু'দণ্ড নিকটে ব'সো—
দয়া করো, দয়া করো জ্বরের সন্ধ্যায়।

জ্বরের সন্ধ্যায় আজ, জলের সন্ধ্যায় আজ বড় অন্ধকার ঃ
রাত্রি দিন নীল নির্বিকার,

বাতাসের অন্তহীন রোল—
সযত্ন আঙুলে ধ'রে মৃত্যুর মতন ক'রে এঁকে দাও ঘুমের কাজল,
একটি চুম্বন দাও নিবিড়, নিটোল
জ্বরতপ্ত এ ললাটে।
জীবনের ভাঙা হাটে—
ঘাটে ঘাটে, মাঠে মাঠে, বাটে-বাটে আর
তুফানে তুমুল হোক অশ্রুশ্লোক রাত্রিলোক—এ ভরা আষাঢ়।

অনাদি রাত্রির আগে ভুলে-যাওয়া কোন এক কোটি-বর্ষ যুগে
কোনদিন মেঘ-লীন এমনি বর্ষায়ঃ
দেখা হ'য়েছিলো বুঝি তোমায় আমায়।
তোমার চুলের স্রোতে তারপরে বয়ে গেছে কত দীর্ঘকাল—
দেখেছি কালের রূপ বীভৎস, ভয়াল ঃ
ধরিত্রীর বুক ফুঁড়ে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস,
শান্তির সনদ নিয়ে স্বাক্ষর-বিলাস,
বোমা-চষা ধানক্ষেত, মৃত্যুক্ষরা নীলাকাশ—ঈগল, শ্যেনের
হানা চক্রব্যূহজাল
বারবার অবরোধ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ—পথে-পথে স্তূপীকৃত
করোটীকঙ্কাল
শুধু রুজি, রোজ আর প্রাণধারণের
করেছি লড়াই—
ভেবেছি, ভেবেছি মনে—এ জীবনে কোনো ক্ষণে আর কিছু
নাই।

'কিছু নাই'ঃ দুটি কথাঃ কেঁপে কেঁপে ওঠে আজ অশ্রুর দোলায়—
'কিছু নাই'ঃ মিছে কথাঃ বুঝি আজ কেঁপে উঠে তীব্র শূন্যতায়—

আছে প্রাণ, আছে প্রেম, আশ্চর্য দিগন্ত এক
স্বর্ণচ্ছটাময়—
কেবল বিরোধ, আর কেবল বিপ্লব, আর লড়াইয়ের মৃত্যুশিল্প—
নয়, সব নয়।
বিপ্লবের জয় হোক, বিপ্লব সুদীর্ঘ হোক—
তবুও হৃদয়লোক
তুমি ছাড়া অন্ধকার, বড় অর্থহীন।
শুধু এ আষাঢ় নয়—আষাঢ়ের দীর্ঘরাত্রি বিকীর্ণ মলিন
এ নিখিল বসুন্ধরাভোর।
তুমি এসো, তুমি এসো—নদী হ'য়ে বুকে মেশো—একা আমি
উষর সাগর।

দুই

—আসে না, আসে না।
তোমার স্মরণ-পথে
যবে হারা সারা মন
কই ত ? রঙীন ঢেউ আসে না।

একটু প্রাণের আলো
একটু প্রাণের ছাপ—
একটু মনের মায়া, একটু মনের তাপ,
একটু গানের সুর
ভাসে না।
তোমার রঙীন ঢেউ আসে না, আসে না।

তার পরে চাঁদ-মাখা পরী-ছায়া রাত্রে
জীবন-সমুদ্দুর ঘুরে মরি সাঁতরে,
অতীত প্রবাল-তল—
সুমুখের কালো জল
ঝলোমল্ ঝলোমল্
হাসে না।
তোমার প্রাণের দিশা ভাসে না, ভাসে না।

কালো রাত, কালো দিন—
কালো মন মেঘ-লীন ;
আকাশ ত' আরো দূর—
বনে না, ঘাসে না !
তোমার চোখের আলো কোনখানে হাসে না

তিন

এই নীল মেঘের সকাল।
জানালার সুমুখের জামগাছ নড়েঃ
সবুজ পাতার রাশ ঢ'লে ঢ'লে পড়ে
ঝেঁপে ঝেঁপে আসে বৃষ্টিঃ
বৃষ্টি আর ঝড়ে
নগর মাতাল।
আজ এই কান্নার সকাল।
ব'সে আছি ঠায়।
শোনা যায়ঃ
ঝুপ্‌ঝাপ্‌ নামে বৃষ্টি হৃদয়েরো গায়।

চার

এখন বৃষ্টির রাতে লিখি যদি ব'সে ব'সে একটি সনেট
একটি কবিতা ঘিরে হৃদয়ের কান্নাটিরে যদি মেলে ধরি
সে কান্না কি কেঁপে কেঁপে উত্তরের বাতাসেতে
ভেসে ভেসে যায়—
সে বায়ু কি কেঁদে কেঁদে
ভাঙে গিয়ে অবশেষে—তার জানালায়।
অথবা সে কবিতাটি বুকে চেপে কিছুক্ষণ
তারপরে খেলাছলে যদি এক কাগজের মায়ানৌকা গড়ি
একটি মাটির দীপ জ্বেলে দিয়ে অন্ধকারে মধুকর ডিঙার মতন
দুরন্ত গাঙের জলে যদি তারে ছেড়ে দিই এ ভরা সন্ধ্যায়!
সে নৌকো কি দুলে দুলে, মোর নামে পাল তুলে
তার দেশে যায়?

এখন কি সেখেনেও নেমেছে এমন রাত
বৃষ্টি আর মেঘে মেঘে হ'য়ে একাকার:
এমন কি সেখেনেও খানিক চাঁদের কুচো
থেকে থেকে ক'রে ওঠে ভীরু হাহাকার!
আমার ঘরের নীচে, আঁধার পুকুরে এসে,
যে-সব হাঁসের মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়—

এ সব হাঁসের শাদা পাখার ভেতরে ভরা
মোর নামে কোনো চিঠি আছে নাকি হায় !
এ সব হাঁসের দল
ছিলো কি খানিক আগে
তার গাঁয়ে কোনো এক নদীর চড়ায় ।

এখন আমার মত তারো বুকে উঠিছে কি হু-হু ক'রে ঝড় ?
এখন কি তারো প্রাণে জেগেছে ধূসর কোনো নুনের সাগর ?
যে-সাগরে দ্বীপ মেলা দায় ঃ
যে-নুনেতে প্রাণ জ্ব'লে যায় ঃ
যেখানে বিফল খোঁজা প্রবালের চর !
আজকে বৃষ্টির রাতে একটি সনেট লিখে
তাই যদি কেঁদে কেঁদে বাতাসে ছড়াই—
একটি সনেট ভরা কবিতার নৌকো গ'ড়ে
শুধু যদি কান্না দিয়ে সে ডিঙা ভরাই—
সে ডিঙা কি ভেসে ভেসে অবশেষে তার দেশে
আজ রাতে যায় !
যাতে সোনা সনেটের
সে ডিঙা কি কাগজের
কাগজ কি ভরেনি সোনায় !

পাঁচ

এখনো ত' নারিকেল বনে মেঘ করে-
বাতাসে লেবুর ফুল ঝরে,
চাঁদ ওঠে বনে।
আমারাই আছি বুঝি 'মমি'র নগরে
অথবা সে গেছি ঠিক ম'রে
—মরেছি জীবনে।

একেবারে বুজে গেছে আমাদের মন।
একটিও ছোটো বাতায়ন
কোথা নেই খোলা।
ছিলো না কি এই মন পাখীর মতন?
আমাদের গাঢ় দু'নয়ন
সবুজেতে গোলা?

মায়ের মধুর মুখ বুঝি দেখি নাই—
গড়িনিক, পাতার সানাই
কভু কৈশোরে!
রোদ, ফুল, প্রজাপতি—আকাশ, সবাই
ছিলো সে কি আপনার ভাই
কোনো এক ভোরে?

সে কার চুলের ঘ্রাণ, দু'ঠোঁটের তাপ :
চোখে-চোখে বেতারে আলাপ
ছিলো কি তা'পর ?
দু' বাহুতে ভ'রে যেত পৃথিবীর মাপ,
বুকে বুকে মধু-নির্যাপ
উতল প্রহর !

সে কোথায়, সে কোথায়, কোথা গেল হায়-
একটিও রেখা আর কালের খাতায়
কোথাও যে নেই।
গোধূলির মেঘে আজ বুক ভেঙে যায়-
মেঘ এক মনেও ঘনায়
সকল কোণেই।

ছয়

নিঃঝুম জ্যোৎস্নায় বহু দূরে কোনো দিন
ভাঙা গাছ দেখেছ ?
ঘুম-ঘুম ভিজে মনে, কোনো ফাঁকে নির্জনে
ছায়া তার মেখেছ ?

নিঃঝুম ভাঙা গাছ জোছনায়—
খুব দূরে আকাশের মোহনায় ঃ
ছোট্ট জলার ধারে
নিশ্চুপ একেবারে
বোবা গাছ।

দেখেছ কি কিছু তার
আবছায়া ছবিটার
ছায়া নাচ ঃ
যে-ছবিটা নিঃসাড়
ধ'রে রাখে জানালার
শাদা কাচ !

একটি সে ভাঙা গাছ।
একটি সে বোবা গাছ।

এক দিন ঘুম ভেঙে শিয়রেতে চোখ তুলে
এমনিই চেয়ো না।
এমনিই ঘুম থেকে শিয়রেতে চেয়ে দেখো–
কোথ্‌থাও যেয়ো না।

চাঁদ-মাখা কুয়াশায় বহু দূর
কিছু-না কি জেগে থাকে বন্ধুর ?
অদ্ভুত চেনা-চেনা
কিছুতেই ভুলছে না
যা'র মন !

আধো আলো, আধো ছায়া –
নিরিবিলি বনমায়া
নির্জন ঃ
কবেকার, কবেকার—
গ'ড়ে-তোলা চুরমার
আয়োজন।

জীবনের ভাঙা কোণ।
অপূর্ণ প্রয়োজন।

সাত

বাতাবি লেবুর বনে বাতাসের হু হু স্বনে
ঝর্ ঝর্ ঝংকার বাজছে।
কোথায় অনেক দূরে বিবাগী করুণ সুরে
একটি রাতের পাখী ডাকছে।
আর সব নিঃঝুম, আমারি গো নাই ঘুম
—একেলা বন্দীশালে জাগছি।
আকাশে মহুয়া-চাঁদ পেতেছে রেশমী ফাঁদ—
অকারণে তাই ব'সে কাঁদছি।
নমিতা গো, হায় হায়—কত রাত ব'য়ে যায়
রঙীন স্বপন বুনে এমনি—
পাখী ওড়ে, দিন ওড়ে—সময়ের চাকা ঘোরে ঃ
তুমি কি গো আজো আছো তেমনি!
এই সব মধুরাতে থম্‌থমে জোছনাতে
তোমারো কি ওঠে মন আকুলি?
দু'চোখেতে নামে ঢল টলোমল টলোমল
ব্যথার পাথার ওঠে দোতুলি!

চূর্ণির কালো জলে জাগে যবে ঝলমলে
মেঘ-রাঙা ছায়া-নীল-সন্ধ্যা ঃ
একা বসি বাতায়নে থাকো না কি আনমনে
বুকে জ্বলে হু-হু-আশা বন্ধ্যা !
নমিতা গো, হায় হায়—কত রাত বয়ে যায়
স্বপনের জাল বুনে এমনি—
পাখী ওড়ে, দিন ওড়ে—সময়ের চাকা ঘোরে ঃ
তুমি কি গো আজো আছো তেমনি

আট

শিশির-শীতল রাত—
ঘুমের কুহেলী ঝরে ঃ
শালবনে ঝুলে গেছে চাঁদ।
কোথায় মাদল বাজে
সুদূর পাহাড়ী গাঁয় ঃ
বুনো মেয়ে পাতে মায়া-ফাঁদ

এ-রাতে আসে না ঘুম,
ঘুমেরা উধাও হ'লো—
আজ শুধু, শুধু জেগে থাকা
তোমারো সুনীল চোখে
নাই যদি আসে ঘুম—
ব্যবধান কেন তবে রাখা ?

পাশে এসো, কথা কও ঃ
ঝির্‌ঝিরে লঘু কথা ঃ
ঝিকি মিকি স্রোতের মতন ;

হেথা এই বাতায়নে
নোতুন্ ভুবন রচি ঃ
যে-ভুবনে কেবলি স্বপন!

ওখানে ফুলের দেশে
প্রবাসী বাতাস এলো ঃ
খুলে দাও কবরী অতুল।
কাঁপুক্ শিরার বন ঃ
কাঁপুক্ বসন নীল ঃ
কাঁপুক্ না অলক-ও আকুল।

চাঁদের রেশম আর
তোমার মধুর ছায়া
যদি থাকে ভুবনে আমার!
কোথায় পাখীরা জাগে ঃ
কোথায় প্রভাত আসে ঃ
সে-কথায় কাজ কি বা আর?

নয়

তবু ত' নয়, তবু ত' নয়
ফুলের হাসি, শিশুর মুখ হিরণ্ময়
তবু ত' নয়, তবু ত' নয় .
তোমার চোখ, চোখের তীর, যে-কথা কয়—
চিনি ত' আমি সে' বরাভয়—
তবু যা' চাই, তবু তা' নয় !

এই ত' নীল,
এই আকাশ,
শান্ত দিন, পাখীর গান ঃ
মায়ার ছায়ায় জুড়ানো প্রাণ ,
রঙে রঙীন্ রাঙা সময়—
তবু যা চাই, তবু তা' নয় !

এ বেদে মন
তবু কেমন
কী ব্যথা সয় !
এ কিছু নয়, এ কিছু নয় !!

ঘরের পর ছোটো সহর—
সহরে-গ্রামে বিশাল দেশ ;
তবু ত', হায়, লাগে নিমেষ
অতিক্রম :
বিপুল ধরা, তবু কী ছোটো, তবু কী কম !

চলি ত' দূর, দূর সুদূর, যাবো কোথায়
কে জানে হায় !
শুধুই ছুটি, পড়ি ও উঠি, দুলি দোলায়
—কে জানে তা'য় !

কিসের তুফান, কিসের ব্যথা, কিসের ভয় ?—
ধোঁয়ার মত,
মেঘের মত,
, রাতের মত
শুধু ঘনায় :
এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, এ কিছু নয়—

দশ

ছায়া পড়ে।
পাতা ঝরে।
মেঘ-মেঘ হ'য়ে আসে দিগন্তের বন।
বাতাসে শীতের ঘ্রাণ—
আকাশে ধুলার মেলা—
অস্পষ্ট স্মৃতির মত দূরে দূরে গ্রাম ঃ
চুলের ফিতের মত আঁকাবাঁকা নদী ঃ
ধানক্ষেতে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে—
পৃথিবী যে কাঁদো-কাঁদো হয় !

হে জীবন !
হে সময় !!
শব্দ শোনো শিশির ঝরার।
অঘ্রানের সন্ধ্যা হ'লো আরো একবার।

স্মৃতিকথা

একদিকে জোয়ারের উদগ্র আহ্বান ঃ
অন্যদিকে তীর ধরে তান—
দু'হাতে দু'টান !

দু'হাত দু'জনে দেওয়া
সে কি সম্ভব ?
এ ত' নয় একমুঠো
তিসি-ধান-যব—
খুসীমত করা যাবে ভাগ ঃ
যার ভাগে যেটুকু দাঁড়াক !

এ বড় দুস্তর ঃ
সাগর বা চর
ভেসে যাওয়া অথবা নোঙর

যদি ভেসে যাই
কী জানি কোথায় যাবো
সে ত' ঠিক নাই !
আর যদি চরে
রাঙা বাসা বুনি কোনো
ঝিনুকের ঘরে ঃ
সে ঘরই কী হবে চিরনীড় ?
সাগরের চোরাবালি
সে ত' অস্থির।

তীর ও তরঙ্গে দোল, তরী থরোথর—
গ'লুয়েতে ব'সে আছি
—সংশয়-মন্থর

এক

দিকে দিকে ওই তুমুল তুফান : উতরোল, উতরোল—
দিকে দিগন্তে দোল ;
ওরে বীর, তোর জোয়ান তরীর চেয়ে দেখ্ হিল্লোল—
ভোল্, ভোল্, ব্যথা ভোল্ !
কেন দুরাশার কুয়াশায় নীল, গাঁথিস্ হাওয়াই পোল ?

ঊর্ধ্ব আকাশে তুলে ধর আজ দু'টি থরোথরো চোখ :
কী তীক্ষ্ণ তির্যক—
আসে, আসে ওই বর্শার মত কনক সূর্যালোক ;
চিনে নে, চিনে নে, চিনে
তীরের প্রতিটি তৃণে—
সাগরেরো পথে কী-ইশারা কাঁপে ঝিকিমিকি সংগীনে
শত তুফানের ;
কি কল্লোল !
এখনো কি তোর অসীমেরে ডর ? খোল্ শিকল—
নোঙর তোল্, নোঙর তোল্ !

তীরের বাঁধন পড়ে থাক তীরে
তুই যে রে অসীমের ;
শুধু দু'দণ্ড ছিলি তীরের।

তীর ত' তীর্থ নয়—
ডাকিছে মহাসময়—
সময়ের ডাকে দাও, দাও সাড়া,
ওরে ও বেহুঁস্ তুই!
ধর্, ধর্ দাঁড়—টেনে ধর্ জোরে,
কাঁদে গলুই—

ভাসারে, ভাসারে মধুকর ডিঙা
ঝড়ে উধাও:
নাচুক দু'হাত, নাচুক দু'চোখ,
নাচুক না'-ও।

বীরের কখনো দু'পথ নেই:
বীরের মুক্তি সংগ্রামেই—
শপথ নে, সে পথই নে!
শোন রে হাঁক, ডাক্‌ছে বাক:
কোন্ দিকে?
দেখ্, দেখ্ ওই বহ্নিকে:
দক্ষিণে—, দক্ষিণে—, দক্ষিণে·

দুই

হে মেঘকন্যা!
কোণের জানালা এবার রুধিয়া দেবো
কঠিন মিনতি এই :
দাঁড়ি টানো তবে এইখানেই—
সোনার মৃগের ছায়া-অভিযানে
আর-না পিছন নেবো।

ধব্‌ধবে খুব সাদা মনেই—
হে রাজকন্যা!
ফের ডেকে বলি :
আর সে আমার দু'পথ নেই!

এ রাজপুত্র অবাক নায়ক : একরোখা ঘোড়-সওয়ারী—
ছেড়ে যাবে আজ নিমেষে তোমার
প্রাসাদ হাজার-দুয়ারী;

ঝড়ের ঈগল উড়ে চ'লে যায়—
যা-কিছু ঘনায় সমুখে ঃ
হে রাজকন্যা!
দেখো, চেয়ে দেখো
এই একই তীর, ধনুকে!

হে মেঘকন্যা!
বসুন্ধরার তীরে—
দেখেছ কখনো অলখ তোমার মেঘের মিনার হ'তে ঃ
দুর্বার ঝড়ে তুফান-উতল
অশ্রুনদীর নীরে
কত জীবনের ময়ুরপঙ্খী নাও ভেসে গেল স্রোতে!
দেখেছ কখনো ফিরে—
কারখানা-ঘরে রাজার কুমার
ছেনি ও হাতুড়ি নিয়ে
যখন নিঝুম দিনান্তে মোছে ঘাম ঃ
সে দৃশ্য অভিরাম ঃ
কালিমাখা কালো কুলির পোষাকে
—টুপিটি মাথায় দিয়ে?

হে মেঘকন্যা!
জ্বালো, জ্বালো তবে
মেঘমুক্তির দীপ ঃ
ঢের টানা হলো জের,
কপালে আমার আঁকা যে মাটির টীপ ঃ
এখনো পাওনি টের?

দোলা নয় আর কোনোখানেই—
রাজার ঝিয়ারি ;
ফের ডেকে বলি ঃ
আপোষে আমার আস্থা নেই।

পৃথিবীর পথে
মুখোমুখী হও
জনতা-গভীর বনে—
নয়, ভুলে যেয়ো—এ' জীবনে

তিন

শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

দু'ডানাতে সূর্য মেখে
আমার ঘরেতে এক পাখী উড়ে এলো।

পাখী এক,
দুঃসাহসী,
দু'ডানায় সুবিস্তার অরণ্যের ঘ্রাণ—
ঠিক যেন এক কনা অরণ্য মহান্
প্রাণে দিলো আরো কোনো প্রাণ ঃ
আকাশ, সমুদ্র কিংবা মেরুর আহ্বান।

রাত্রি ত' ঘুমের বেলা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু রক্তে অনুভব ঃ
জীবনের আশ্চর্য বিভব,
আপনাকে কেন্দ্র ক'রে স্নেহ, প্রেম, ভয়-
জয়-পরাজয় ;
কতটুকু ক্ষতি আর কিবা সঞ্চয় ঃ
হিসাবের নিবিড় সময়।

রাত্রি সে ত' কোনোদিন রৌদ্র-রাখা নয়।

তবু এক পাখী এসে
ডানায় ডানায় দিলো ভেঙে অন্ধকার—
ঠোঁটে, নখে খুলে দিলো
অনেক খিলানে খিল বহু জানালার—
মুখরিত ক'রে দিল মূক চারিধার!
ছিঁড়ে খুঁড়ে মশারির সূক্ষ্ম আবরণ
জাগালো দুরন্ত টানে ঘুমন্তের মন
মন ও মনন!

পাখী নয়, পাখা নয়—
অগ্নির স্ফুলিংগ কোনো
কিংবা যেন বৈশাখী পবন!

তারপরে ঘুম থেকে উঠে দেখি আজ :
চারিদিকে কাজ আর কাজ—
গঠনের, মিলনের বিচিত্র আওয়াজ—
গ্রামে, মাঠে, বন্দরেতে রৌদ্রালোকে দিকে দিকে
কালো রাত্রি শেষ—
প্রান্তে প্রান্তে উচ্চকিত নব নব দেশ—
আমারো দোরের প্রান্তে
কখন উঠেছে জেগে নোতুন সমাজ!

চার

মজা-নদী ঝাঁ ঝাঁ করে ঃ কোথাও জলের চোখ তোলে না ঝিলিক্।
সমাচ্ছন্ন নীল বন ; রৌদ্রে-রাতে এক ছবি—রূঢ় সমাবেশ ;
ঘাট নেই, নেই ডিঙি ; কোথা হাঁস ? বুনোঘাস, শববনে শেষ—
দু'পারে ফতুর মাঠ ফেরারী হাওয়ায় কাঁদে বেভুল, বেঠিক।

ধান-খোঁটা পাখীদের ঝিলিমিলি কোলাহলে তাই নেই হাট।
জল খেতে আসেনাক' দল বেঁধে নিরাপদ মহিষের পাল :
শিকারী বকেরা শুধু এক চোখে খুঁজে যায় মাছের ললাট—
মজা-নদী ম্রিয়মান ; গলে রোদ, গলে জ্যো'স্না, গোধূলির লাল।

দূর গাঁয়ে কাজ সেরে দিনান্তের আলো মেখে যবে ফিরি ঘর ঃ
ট্যাঁকেতে সংকীর্ণ রোজ, আর এই অষ্টবক্র কুঁজো দেহ-মন,
মাথায় ঘাসের বোঝা, ঠোঁটে হিসেবের কড়ি, কাটারিটা হাতে ;
এ-মরা নদীর তীরে দু'দণ্ড দাঁড়ায়ে কভু বিষণ্ণ হাওয়াতে

মনে হয়, একবার হাঁক ছেড়ে ব'লে উঠি ঃ হে ক্রূর ঈশ্বর !
এ নদী ত' নদী নয় ঃ এ ত' হায়, অবিকল, আমারি জীবন !!

পাঁচ

মাথায় রক্ত-শিরস্ত্রাণ—
এলোমেলো চুল ঘাড় ঘিরে,
কানে কুণ্ডল : নীল পাষাণ—
ছোটে বিদ্যুৎ চোখ চিরে !

প্রেমের বীজাণু মনেতে নেই—
রক্তের তাপে গরম বুক !
বাসেনাক' ভালো আপনাকেই-
নরম সুখেরে হানে চাবুক !!

সূর্যদগ্ধ পাথুরে পথ,
হা-হা-করা লাল তেপান্তর :
এরাই যাহার আত্মবৎ ;
কেমনে তাহারে বাঁধিবে ঘর !

কালো অশ্বের জোর কদম্ :
হাঁকে দুরন্ত ঘোড়সওয়ার,
চওড়া বুকে কি-বিপুল দম্ :
'নিদ্‌মহালের খোল্ দুয়ার !

'দূর দূরান্তে রাশিয়া চীন্—
জীবনের দায়ে মেলেছে চোখ্,
উদয়-শিখরে আগত দিন :
ভারত ! তোমার তৈরী লোক ?'

হ্রেষা ও খুরের আসে আওয়াজ—
আসিছে, আসিছে ঘোড়সওয়ার !
চালাও জনতা কুচ্‌কাওয়াজ—
শ্রমিক-কৃষাণ ! নে হাতিয়ার !

ছয়

দেয়াল ভাঙো।
ইটের, কাঠের, মঠের, মাঠের দেয়াল ভাঙো।
শ্বেত-মহলের, শ্বেত-পাথরের দেয়াল ভাঙো।
পৃথিবীর প্রাণ সবুজ ঢের
কেন মূল সেথা অনিষ্টের ?
কারিকুরি যত অশিষ্টের
ফেলো ভেঙেই।

ভাঙো দেয়াল কালো লোভের ঃ
দেয়াল ভাঙো বিক্ষোভের—
বিচ্ছেদের,
ভেদাভেদের,
সব খেদের
দেয়াল ভাঙো।

কাহার আকাশ কে করে রোধ ?
লুটে নেয় কার ভোরের রোদ ?
আনে বিরোধ—
করে না শোধ
যতেক ঋণ !

রাত্রিদিন
অর্থহীন
কেবল দেয়াল করে খাড়া ঃ
কে বা তারা ? কে বা তারা ?

কেন তারা
দেয়াল তোলে
আকাশ ঘিরে, বাতাস চিরে ?
হৃদয়-তীরে
আনে শুধু
হা-হা সাহারার মরু ধূ-ধূ !
কেন বলো ?

মানুষে মানুষে কেন দেয়াল ঃ
এক ধান খাই, একই ত চাল !

সাত

আমার আকাশে তোমার পতাকা কেন ?

আমার নগরে প্রহরে প্রহরে
কেন তোলো কোলাহল ?

শান্ত আমার সাগরে সাগরে, হায় !
অকারণে তব রণতরী কেন বাঁশী দিয়ে ঘুরে যায় ?

আমার ফসলে ঝাঁকে ঝাঁকে কেন তোমারি পঙ্গপাল
বারে বারে দেশে আনে আকাল !
আমারি নাভির মৃগনাভি লুটে,
আমারেই ফিরে নাভিশ্বাস—
কেন এ কঠিন সর্বনাশ ?

কাড়ছো লক্ষ মুখের গ্রাস ঃ
লুটছো জান ?
কোন্ সে দলিলে কোন্ বিধান !
কার নিয়ম, কার নিদান !!

জবাব দাও।

আজ দুনিয়ায় লাল্‌চে ভোরের
লাল কাঁকরের পথ চেনাও!
সকল দেশের সূর্য ওঠার দিক চেনাও!
আমার বেলায় বধির কেন—মুখ ফেরাও?

মুখ ঘোরাও ঃ
এইটুকু এই টুকরো জবাব বলতে শুধু মুখ ঘোরাও।
জবাব দাও।

তফাৎ যাও, তফাৎ যাও ঃ
আপন দেশের মাটিতে, মাঠেতে মন বসাও।
চাষ করো—বাস করো—লোভ ছাড়ো—
ক্ষোভ ছাড়ো ঃ
মনে-মনে যত জমা-করা কালো ধুলো ঝাড়ো।

সাগরে সাগরে দীপ ভাসাও ঃ
আকাশে বাতাসে গান মেশাও ঃ
শিশু ও কুসুমে বুকে টেনে নিয়ে
কুটিপাটি ক'রে শুধু হাসাও।

প্রাণেতে প্রাণেতে প্রাণ মেলাও ঃ
হাতে হাতে দুই হাত মেলাও ঃ
জায়গা দাও।
আমার আকাশে, আমার নগরে,
আমার জায়গা আমাকে দাও

আট

শন্ শন্ শন্ বন্ বন্ বন্ লবঙ্গবনে ঝড় ঃ
ভেঙে ভেঙে পড়ে রামধনু-উপকূল !
চিনির সাগরে হা-হা ক'রে ওঠে এরা কোন্ বর্বর ?
মশলার বন সঙ্কট-সঙ্কুল !

জ্বলে জনপদ, দিশাহারা মাটি জ্বলে যায়, পুড়ে যায়—
এশিয়া, এবার প্রেমের মিনতি ভোলো !
রক্তমশালে দারুচিনিদ্বীপে মানুষেয় মৃগয়ায়
বুদ্ধ, তোমার তৃতীয় নয়ন খোলো !

গরুড়ের ডানা মিছিলে মিছিলে তোমার প্রভাত-তীরে
সূর্যমুকুরে সন্ধ্যা ঘনালো কত !
এবার নিশুতি রাত্রির মাঠে সোনার হরিণীটিরে
নখরে নখরে ছিঁড়ে দিতে উদ্যত।

কত তারকার কালো কঙ্কালে নীলিমা হলো যে শেষ
কোথা দিয়ে গেল কত সময়ের ঝড়—
একটি কণাও গোনোনিক' তার—হে আমার মহাদেশ !
তাই ত' তোমার শিবিরে গুপ্তচর !

মহাসূর্যের বহ্নিসাগরে সম্রাট-গ্রহ ক'রে
একক পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন থাক্।
কালান্তরের বিষবাঁশী বাজে চক্র-করোটি ঘোরে :
মস্তক তোলো আপাতত, মৈনাক!

ভেরী বাজে ওই : ধ্বনি ওঠে ওই : হাতিয়ারে পড়ে শান্-
ছোটাছুটি করে কোটি কোটি পদাতিক।
নিশীথ বাতাসে থম্‌থম্ করে অলখ-রবির ঘ্রাণ—
প্রতি তৃণ জাগে বর্শার নিশানিক।

ধেয়ানী এশিয়া, বিরাগী এশিয়া, বিবাগী এশিয়া জ্বলো—
সাগরে-পাহাড়ে জেগে ওঠো লেলিহান।
ধূমের শিখায় কালো হ'য়ে যাক্ গোলার্ধ ঝলোমলো :
পোশাকী ধরার আধখানা ময়দান।

এ মাটির পরে, এ মেঘের পারে আরো আছে মাটি-মেঘ :
আরেক এশিয়া তিমির-আড়ালে জাগে—
তুফানে-তুফানে দেখোনি কখনো সাগরের উদ্বেগ?
পামিরের ছায়া প্রবালেরি অনুরাগে।

নয়

বিবশ আঙ্গুল বিদ্যুৎ হ'য়ে জ্ব'লে ওঠো ঝিকিমিকি—
এবার কলমে আগুনের গান লিখি!
পাপিয়ার চোখ এঁকেছি অনেক, প্রিয়ার রঙীন ঠোঁট;
বুকের কিনারে গাঁদি দিয়ে আছে যত বোবা গাধাবোট ঃ
এবার তাদের তুলে ধরি ফটোগ্রাফ্—
রক্তের রঙে টলমল করে দুঃখের নীল কাপ!

হে তুলি করুণাহীন!
এঁকে চলো আজ কঠোর বস্তি, কুটীর অর্বাচীন—
আঁকো অস্থির অস্থি-র উপকূল ঃ
হে তুলি, আজকে কামানের মত দাগো যত সাঁকো, পুল ঃ
সন্ধি-আপোষে পাপোশ-পোষ্য যত ভীরু করুণার—
সংগ্রামী পেশী দুর্বার হোক দুর্মদ জনতার!

স্পর্ধার দেশে এই—
যেখানে আকাশে, সাগরে, পাহাড়ে—কোথাও পর্দা নেই—
আর কোনো এক ইশারার দিশা
ছিলো নাকি চোখে এর?
আরেক তীক্ষ্ণ বৃশ্চিক-জ্বালা গা-সহা এ' সূর্যের ??

হে নিব ! আজকে প্রকাশ্য করো সে' সব সাঙ্কেতিক ঃ
শত সীমান্ত মন্ত্রেতে সৈনিক,
দুরন্ত লাখো ব্যাঘ্রের হাঁকে তোলপাড় করি বন ঃ
দুরন্ত বাঘ ঘুমন্ত শুধু—
—ভোলেনিক' গর্জন !
জ্বালো, হে মশাল জ্বালো—
আসে, আসে ওই বিদ্রোহী নিশা বিপ্লবী মেঘে কালো !

নয়, নয় আর মোটে ব'সে থাকা নয়—
প্রতি কুঁড়ে আর বস্তিকে গড়ো দুর্গ সুদুর্জয় !

দশ

(দিনেশ দাস-কে)

বাঘের থাবায়, কুমীরের দাঁতে মিতালি-
হঠাৎ কখনো শিক্‌রে বাজের
তীক্ষ্ণ-কঠিন নখরের খামখেয়ালী।
ভাঙে ঝম্‌ঝম্‌ নিদ্রার নীল খান্‌ খান্‌ ঃ
ভয়ে থেমে যায় সে কোন্‌ তারার
সূর্য-কক্ষ সন্ধান।
জাগে গম্ভীর অরণ্য—
নিমেষে আদিম কালের আত্মা
মাথা নেড়ে ওঠে দুরন্ত!
সোঁদরবন!

এখানে এখনো মেলেনি মাদুর
নকল সে কোনো সভ্যতা—
আশে-পাশে আজো ম'রে প'ড়ে আছে
কত-না কালের নব্যতা।
ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ কাঠ-ঠোক্‌রার আওয়াজে—
নিবিড় ছায়ার তোয়াজে
সাতশো খাড়ির ঘন জটাজালে

মহাবিস্মিত ভূখণ্ড !
সোঁদরবন !

কত দেশান্ত পুড়ে ছাই হ'লো
কত জনপদে রক্ত ঃ
কত দিগন্তে কত-না রাজার
হঠাৎ ভাঙলো তক্ত !
কোন সমুদ্রে জাহাজ মগ্ন,
সে কোন্ মরুতে ঝড়—
সে সব এখানে অশ্রুত মর্মর।
অযুত প্রাণীর শ্রেণী ও স্বার্থ
প্রহরায় শুধু উদগ্র !
সোঁদরবন !

এখানে কেবল দাঁতে ও থাবায় মিতালি ঃ
মাঝে মাঝে শুধু হিংস্র কঠিন
হুংকৃত খামখেয়ালী।
ঘুমের পর্দা চকিতে তু'ফাঁক ঃ
শাণিত চোখের জিজ্ঞাসা !
কপিশ আলোর চাপা লাবণ্যে
জাগে তুরন্ত তুর্বাসা।
কালের আঁখির কালো বহ্নির
একটি কণিকা স্ফুলিঙ্গ !
সোঁদরবন !

এগার

(প্রেমেন্দ্র মিত্র-কে)

সাত সাগরের তীরে
যদিও বেজেছে শিঙা ফেরাবার ডাকে
সূর্য-সেনাদের
আজো যারা সীমান্তে ফেরার ,
যদিও পড়েছে রোদ কোনো কোনো বাঁকে
মহাপৃথিবীর,
দুর্গের দুর্গমে আর
ধ্বসে গেছে কোথা কোথা রাত্রির প্রাচীর—
তবু যেন তারা আর
কভু ফেরে নাক' !

অনেক যুগান্ত চ'লে যাবে—
পৃথিবী দিগন্তে আরো শুভ্র বেলা পাবে,
স্বচ্ছ হবে আরো এ সময়,
রৌদ্র হবে তীব্র জ্যোতির্ময়,
মেলে নাক তবু যেন তাদের সন্ধান।
তাহারা হারাক
অবলীন কুয়াশার পাঁজরে পাঁজরে।

উত্তরণ

সূর্য-সূত সূর্য-সেনা
সূর্য-স্বপ্ন খুঁজে যাক মৌন চিরকাল।
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে,
কালের প্রান্তরে,
কেবল টহল দিক অম্বরে অম্বরে
অনন্তের অন্তহীনে
তুরঙ্গ-সওয়ার !

তাদের অজেয় অভিযান
দৃঢ়, দৃপ্ত হোক।
শূন্য হ'তে মহাশূন্যে
শূন্যহীনতায় ঃ
তারা যেন অবিরাম উর্ধ্বে উঠে যায়—
স্বপ্নাতীত নক্ষত্রেরো ধ্যানাতীত তীরে
ছিঁড়ে যায় ছিন্ন-ভিন্ন অন্তিম তিমিরে ঃ
রাত্রির সমস্ত শিল্প করে বিনিঃশেষ!

সাত সাগরের তীরে
ক্লান্ত শিঙা বেজে বেজে হোক হয়রাণ—
অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরায় ফুরাক,
শোনে না, শোনে না তবু ফেরার আহ্বান
যেন সূর্য-সেনা ;
ফেরারী ফৌজ যেন কখনো ফেরে না।

ডেকো না তাদের
জয় হোক অনাদ্যন্ত অমর সূর্যের।
জয় হোক লোকে লোকে অজর রুদ্রের
চারিদিকে চিরভোর হোক।

বারো

শেষ হোক পাণ্ডুলিপি—
এইখানে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে যাক।
নষ্টস্বপ্ন ভূর্জপত্র
অবিরাম বেত্রাঘাতে চূর্ণ ক'রে দাও।
বিফল রৌদ্রের গান গেয়েছি কেবল।
মহাসূর্য হ'তে শুধু ঢেকেছি দু'চোখ।

শক্তিশালী নব আগন্তুক ঃ
পিছনেতে যারা আসো দৃপ্ত দীপঙ্কর!
আমাকে নোতুন হাতে মানুষ বানাও।

কবি নই,
শিল্পী নই,
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—কোনো কিছু নই!
দু'হাজার বছরেরো পর
আজো আমি সেই ঘৃণ্য, বীভৎস বর্বর

পার হ'য়ে যুগান্তর,
কাল-কালান্তর
আবার এলাম উঠে ;
আবার আপনহাতে ক্রুশে বিঁধিলাম
এ কালের যীশুখৃষ্টে।

পুণ্যতার, সত্যতার, দেবতার জীবন নিলাম।

দু'হাজার বছরেরো পর
আজো আমি খৃষ্টের জহ্লাদ ?

হে পৃথিবী !

হে সময় !

এতদিনে কি দিলে আমায় !!